বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে সরকারী নির্দেশিকা অনুযায়ী আগামী ইং ১৬।১১।২০২১ (মঙ্গলবার) থেকে কলেজে অফলাইন পঠনপাঠন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। যেহেতু রাজ্যে এখনো কোভিড বিধি বলবৎ আছে সেই কারণে সকলকে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী মেনে চলতে অনুরোধ করা হচ্ছে :

১। ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে প্রবেশের আগে গেটের সামনে লাইন করে দাঁড়াবে, সেখানে তাদের পরিচয়পত্র দেখে থার্মাল স্ক্যানিং ও স্যানিটাইজার স্প্রে করিয়ে এবং মুখে মাস্ক পরা থাকলেই তবে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে। পঞ্চম সেমেস্টারের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের আই-কার্ড নিয়ে আসবে। প্রথম ও তৃতীয় সেমেস্টারের ছাত্র-ছাত্রীরা যেহেতু কলেজ বন্ধ তাকার কারণে এখনো আই-কার্ড পায়নি তাই প্রথম সেমেস্টারের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কলেজে ভর্তির রসিদ ও তৃতীয় সেমেস্টারের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বিশ্ববিদ্যলয়ের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সাথে করে নিয়ে আসবে যতদিন না তাদের কলেজ থেকে আই-কার্ড ও বুকলেট দেওয়া হয়। এইগুলো সাথে না থাকলে কাউকেই কলেজে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।
বহিরাগত কেউ কোনো কাজের জন্য কলেজে ঢুকতে চাইলে তাকে একটি আবেদনপত্র দ্বাররক্ষীর হাতে দেবে যে সে কী কারনে কলেজে আসতে চায়। সেই আবেদনপত্রটি দেখে সেইদিন কলেজের দায়িত্বে যিনি থাকবেন তার গুরুত্ব বুঝে অনুমতি দিলে তবেই সে গেটে রাখা খাতায় তার নাম, ফোন নম্বর, কলেজে আসার কারণ ও প্রবেশের সময় নথিভুক্ত করে কলেজে ঢুকতে পারবে।

২। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে ভীড় এড়াতে তারা যেন তাদের রুটিনে প্রথম যে ক্লাসটি আছে তার কুড়ি মিনিট আগে কলেজে প্রবেশ করে ও সেদিন তাদের শেষ ক্লাসটি করে যেন তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে বেরিয়ে যায়।

৩।ছাত্র-ছাত্রীরা যেন কলেজ ক্যাম্পাসে, করিডরে, অফিসে বা লাইব্রেরিতে অহেতুক ভীড় না করে।

৪। কলেজের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের কলেজে থাকাকালীন মাস্ক পরে থাকা বাধ্যতামূলক।

Scanned with CamScanner

৫। ক্লাস চলাকালীন কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে যদি মাস্ক না পরে থাকা অবস্থায় দেখা যায় তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তাকে ক্লাস করার অনুমতি দেবেন না। একই ভাবে অফিসেও যদি কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে যদি মাস্ক না পরে থাকা অবস্থায় দেখা যায় তবে অফিসে তার কোনো কাজ সেদিন করে দেওয়া হবে না এবং তাকে অফিস ত্যাগ করতে বলা হবে।

৬। ক্লাসরুমে যদি পর্যাপ্ত বসার জায়গা থাকে তবে যেন বিদ্যার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন বেঞ্চে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা শিক্ষিকা যেন ব্যাপারটি দেখাশোনা করেন।

৭। লাইব্রেরিতে রেফারেন্স ওয়র্ক করতে চাইলে আগে গ্রন্থাগারিকের অনুমতি নিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময় চেয়ে নিতে হবে, একত্রে অনেকজনকে লাইব্রেরিতে ভিড় করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

৮। কলেজের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ যে তাদের যদি হাঁচি, কাশি, সর্দি বা জ্বর হয়ে তাকে তবে তারা যেন কলেজে না আসেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা যেন পরবর্তীতে তাঁদের ছুটির দরখাস্তের সাথে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করেন।

৯। ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ যে তারা যেন যত্রতত্র কফ-থুতু না ফেলে, এমন কাউকে দেখা গেলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। মাস্ক পরা থাকলেও যেন তারা খুব কাছাকাছি মুখোমুখি কথা না বলে। হাঁচি বা কাশি এলে যেন তারা মাস্কের ভিতর বা হাত/কনুই দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁচে বা কাশে। ব্যবহার করা মাস্ক বা রুমাল জাতীয় কিছু যেন যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দ্দিষ্ট ময়লা ফেলার জায়গায় ফেলে দেয়।

১০। ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ যে তারা যেন তাদের সাথে একটি করে বিকল্প মাস্ক ও নিজস্ব স্যানিটাইজার সাথে রাখে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী মেনে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সক্রিয় সহযোগিতার অনুরোধ রইলো।

Scanned with CamScanner

ধন্যবাদান্তে,
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ,
করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ, নদীয়া।।
তাং- ১৩।১১।২০২১।।

Scanned with CamScanner